আকাশ কুসুম-২

জসিম মল্লিক

বাইরে ঝির ঝির বৃষ্টি। বিকেল চারটেও বাজেনি। এরই মধ্যে চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে গেছে। আবহাওয়ার কোন মাথা মুন্ডু বোঝা যাচ্ছেনা। এই ভাল এই খারাপ। গাড়ি ড্রাইভ করছিল আকাশ। পাশে বসে আছে কুসুম। ড্রাইভ থ্রু থেকে দুটো কফি নিয়ে আরাম করে চলেছে দু'জন। ড্রাইভিং খুব প্রিয় আকাশের কাছে। মাঝে মাঝে চলে যায় দুরে। অনেক দুরে। প্রকৃতির কাছে নিজেকে সপে দেয়। প্রকৃতি কখনও ওর সাথে প্রতারনা করেনা। সিডি চালিয়ে দিয়েছে। গান হচ্ছে। বিবিসি জরীপকৃত সর্বকালের সেরা বিশটি গানের সিডি। প্রকৃতি কেমন ম্যার ম্যারা হয়ে গেছে। বিশ্রি লাগছে। চারিদকে কেবল সাদা আর সাদা বরফ জমে আছে।

আমার উচিত দ্রুত ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নিয়ে ফেলা কী বলো!

এতদিনে বুঝেছো। তোমাকে আগেই বলেছি। এদেশে ড্রাইভিং জানলে তুমি একাই চলতে পারবা।

কিন্তু জি-টু নিতে গিয়ে যে বার বার ফেল মারছি!

একবার না পারিলে দেখো শতবার। হাসল আকাশ হা হা করে।

ইন্সপেক্টর যখন পাশে বশে থাকে তখন নার্ভাস হয়ে যাই। স্টপ সাইন দেখি কিন্তু স্টপ হতে ভুলে যাই।

ওহ্ শিট। এ পর্যন্ত কত টাকা দিয়েছো ইন্সটেক্টরদের!

সেটা বলা যাবেনা। অনেক দূরে নিয়ে যায়তো তাই একটু বেশি লাগে।

তোমার মতো বোকাদের পেয়ে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে।

আরে না। কথাটা ঠিক না। দেশের খবর কী বলো।

জানো তো পূর্ণ রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ স্বদেশের মাটিতে সমাহিত করা হয়েছে। ৩৬ বছর পত্ম একজন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ নিজ মাটিতে ফিরে এলো ভারতের ত্রিপুরা থেকে এটা ভাবতেও আনন্দ লাগছে। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হামিদুর রহমানের আত্মা এই ভেবে শান্তি পাবে যে মানুষ তাদেরকে ভোলেনি। তোমার কেমন লাগছে কুসুম!

খুউব ভাল লাগছে। এজন্য তত্বাবধায়ক সরকারকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত যে তাদের আন্তরিকতার কারনে হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ দেশের মাটিতে স্থান পেয়েছে। রাজাকার আলবদররা ক্ষমতায় থাকলে কোনদিনও কি হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ আনা যেতো? সাতজন বীরশ্রেষ্ঠকে একজায়গায় সমাহিত করা হবে বলে ঘোষনা দিয়েছেন সেনা প্রধান। আমাদের জন্য এটা একটা বড় পাওনা। আচ্ছা আকাশ বলতো আওয়ামী লীগতো পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিল তখন কেনো এসব উদ্যোগ নেয়া হয়নি?

কী জানি। জানিনা।

খবরের কাগজে দেখলাম বহুল আলোচিত র‍্যাংগস ভবনের ছাদ ধ্বসে পড়ে অনেক লোক মারা গেছে। ধ্বসে পড়ার তিন দিন পরও উদ্ধার কাজই শুরু হয়নি। কী আশর্য্য কান্ড বাংলাদেশের। ধ্বসে পড়ে যারা মারা গেছে তারা শ্রমিক বলে তাদের জীবনের কোনও দাম নেই!

রাজউক একলাখ টাকা ক্ষতিপূরন দেবে বলেছে। ঠিকাদারও দেবে।

একটা জীবনের দাম মাত্র একলাখ টাকা! তাও দেবে কিনা সন্দেহ আছে। রাজউকে ঘুষ না দিলে কোনও কাজ হয়!

এখন হয় নিশ্চয়ই। যারা চুরি টুরি করে কোটিপতি হয়েছে ওদেরতো চাকরি চলে যাচ্ছে। এখন জমানো টাকা আরাম আয়েশ করে ভোগ করবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে দুই হাজার কোটিপতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ওখানকার ঝাড়ুদারদেরও বারিধারায় বাড়ি আছে। মেয়র সাদেক হোসেন খোকা দুদকে সম্পত্তির যে হিসাব দিয়েছে তাতে যে কারো ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। তো ওখানকার পিয়ন চাপরাশিদের ভারিধারায় বাড়ি না থাকলে কেমন দেখা যায়!

তিতাস গ্যাসের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তারা বড় অশান্তিতে আছে। খবরের কাগজে দেখলাম নাক গুবিয়ে ঘুষ খেয়ে এখন অবৈধ সম্পদ ফেরত দিতে চাচ্ছে। একজন মিটার রিডারও কোটি কোটি টাকার মালিক।

শুনেছি ডিসিসির সবার পাসপোর্ট জব্দ করেছে।

সঠিক কাজই করেছে। অনেকেই বিদেশে ভাগার তালে আছে। যাতে না ভাগতে পারে তাই পাসপোর্ট জব্দ। ফকিরনির ছেলেরা চুরি করে কেমন ফুটানি করে।

সুন্দর করে বলো!

দেশটার কিছুই হবেনা। সব আবার বহাল তবিয়তে ফিরে আসবে আগের জায়গায়।

তুমিই না বলতা এ সরকার অনেক ভালো কাজ করছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলতাম। এখনও বলি। কিন্তু দেশটা বাংলাদেশ বলেই সন্দেহ হয়। সব সম্ভবের দেশ ওটা। ভালোকে সহজে কেউ গ্রহন করতে চায়না। অত্যাচারিত হতে পছন্দ করে। গুজব আছে সাদেক হোসেন খোকা গত আওয়ামী বিরোধী আন্দোলনের সময় নাকি নিজের মাথা নিজে ফাটিয়ে পত্রিকায় খবর হয়। নেক নজরে আসে খালেদা জিয়ার। তারপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। 'মিঃ থার্টি পর্সেন্ট' খ্যাত অল্প ক'দিনেই কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যায়।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে দেশের সব ক'জন নগর পিতাই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। খোকা ছাড়া আর সবাই জেলে। সে কেনো এখনও বাইরে!

মনে হয় সরকার অপেক্ষা করছে কথিত সংস্কারে খোকা সাহেবরা ঠিকঠাক মতো ভুমিকা রাখতে পারছে কিনা দেখার জন্য।

তোমার স্বপ্নের সংস্কার মনে হয় হিমাঘরে চলে যাচ্ছে। সরকারও অনেক ব্যাপারে বেশী কঠোর হতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে।

দেশের জনগনই মনে হয় পরিবর্তন চায়না। তারা হাসিনা খালেদার বাইরে কিছু ভাবতে পারেনা।
এর কারনটা কি?
কারন কিছুই না। দেশের সাধারন মানুষ এত কিছুর ধার ধারেনা। তাদের যা বোঝানো হয় তারা তাই বোঝে। তারা সচেতন নয়।
সরকার কিন্তু একটা ভাল কাজ করেছে।
সেটা কী?
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাজা মওকুফ করে দিয়েছে। শুনেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের সাজাও মুওকুফ করা হবে।
হলেই ভাল। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আইন ভঙ্গের অভিযোগে জেল খাটবেন এটা জাতির জন্য লজ্জাজনক।
এই।
বল।
অনেক বক বক করেছো। এখন কোথাও গাড়িটা থামাও। কিছু খাওযা যাক।
ওকে। ভালকথা তোমাকে আজকে খুব সুন্দর লাগছে।
এতক্ষনে তা মনে পড়লো!
অনেক আগেই মনে পড়েছে।
এতক্ষন বলোনি কেনো!
সুযোগ পাইনি।
বাই দ্য ওয়ে এ কথাটা তুমি প্রতিবার বলো। সো, চাপাবাজি রাখো।
বিদ্যা। তুমি খুব সুন্দর কুসুম!
পুরুষের এই চাপাবাজি আছে বলেই টিকে আছে।
আচ্ছা আমি সুন্দর না বলে যদি কোনো মেয়ে বলতো সেটা তোমার বেশী ভাল লাগত!
ওকে বাবা।
ভাল কথা তুমি কী ফান্ড রেইজিং ডিনারে গিয়েছিলে!
হু।
কেমন হয়েছে। আমি যেতে পারলাম না।
হয়েছে ভাল। কিন্তু আমার মজার কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে।
সেটা কেমন!
প্রতিবারই কিছু এক্সপিরিন্সে হয় আমার।
শোনো জীবনে কোন অভিজ্ঞতাই বৃথা যায়না। তো শুনি তোমার অভিজ্ঞতার কথা।
আজকে আর ইচ্ছে করছে না বলতে। অন্য একদিন বলব।
প্লিজ।
অন্যদিন।

শুনেছো ঢাকায় প্রবাসীদের নিয়ে স্কলারস বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন সম্মেলন করছে?
সেখানে নাকি সরকারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।
শুনেছি। উত্তর আমেরিকার অনেকে এর প্রতিবাদ করছে। আয়োজকদের সাথে নাকি প্রবাসী কারো কোন সম্পর্কই নেই।
সরকার কি বিষয়টা জানেনা!
জানার তো কথা। এতে সরকারকেই বিতর্কিত করা হবে। (১৪ ডিসেম্বর ২০০৭)

Toronto
jasim.mallik@gmail.com